পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৯ এপ্রিল-জুন • বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৬

ভেতরের পাতায়

পরিবেশ পদক পেলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান	০২
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে সংবর্ধনা	০২
প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিদায় সংবর্ধনা	০২
নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান	০২
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্পের সমাপনী	০৩
ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা	০৩
বিশেষ তহবিল	০৩
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৫
অতিদারিদ্র্য বিষয়ক একাডেমিক সেমিনার	০৬
সমৃদ্ধি'র অভিঘাত মূল্যায়ন	০৬
কর্মশালা : কৈশোর কর্মসূচি	০৭
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৭
মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন	০৮-০৯
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১০
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	১০
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	১০
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১১
আবাসন ঋণ কার্যক্রম	১১
কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম	১১
SEP প্রকল্পের কার্যক্রম	১২
PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩
গবেষণা কার্যক্রম	১৪
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণসমাবেশ	১৪
শ্যামলী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও পদক প্রদান	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হল যুব সম্মেলন ২০১৯

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' - এই শ্লোগানকে ধারণ করে ৭–৮ এপ্রিল ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যুব সম্মেলন আয়োজন করে পিকেএসএফ। এর উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। সারা দেশের মাঠ পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত ১,৬৫০ জন যুব প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত এক দশকে বাংলাদেশের যে অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে, তার পেছনে তরুণ-যুবদের সক্রিয় ও উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ ছিলো। পিকেএসএফ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব সমাজের প্রতিটি সদস্যকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের প্রথম দিন 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান' এবং 'সামাজিক ব্যাধি: বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মেয়েদের উত্যক্তকরণ ও মাদকাসক্তি, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ ও সাম্য ও মানব মর্যাদা বিষয়ে দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং দ্বিতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে যুবদের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এম.পি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি। প্রান্তিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

যুবদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্মেলন সফল হয়েছে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। সেমিনারসমূহে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তৃণমূল থেকে আগত যুব প্রতিনিধিরা। উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন এবং যুব উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। সম্মেলন থেকে অর্জিত শিক্ষা, জ্ঞান ও উপলব্ধি নিজ নিজ এলাকায় কাজে লাগিয়ে মানব মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ গঠনে যুবদের প্রতি আহ্বান জানান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

সম্মেলনের প্রথম দিন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ রচিত 'বাংলাদেশ আমার ঠিকানা' এবং 'ওই মহামানব' শীর্ষক দু'টি কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় ব্যান্ড 'জলের গান'। এছাড়া, পিকেএসএফ চেয়ারম্যান রচিত 'তারুণ্যের প্রতি আহ্বান' শীর্ষক সঙ্গীত পরিবেশন করে হীড বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল।

পরিবেশ পদক পেলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট জলবায়ু অর্থনীতিবিদ ও মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নচিন্তক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে জাতীয় পরিবেশ পদকে ভূষিত করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯' তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় পর্যায়ে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার' শ্রেণিতে এই পদক পেলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে সংবর্ধনা

জাতীয় পর্যায়ে জনসেবা/সমাজসেবায় ড. আহমদের নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯' প্রদান করেছে। এই উপলক্ষে ০৪ মে ২০১৯ তারিখে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিদায় সংবর্ধনা

জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ছয় বছরের অধিককাল পিকেএসএফ-এর ৯ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিগত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে আয়োজিত এক বিদায় সংবর্ধনা ও আজীবন সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাকে উত্তরীয় পরিয়ে, ক্রেস্ট, ফুল, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা উপহার দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ পরিবারের পক্ষে পর্ষদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান, সরকারি, বে-সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

পিকেএসএফ-এর ১০ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য তাঁর এই নিয়োগ কার্যকর হবে। তিনি সাবেক মুখ্যসচিব জনাব মোঃ আবদুল করিমের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ৩৫ বছর ধরে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে জনপ্রশাসনে যোগদান করে তিনি ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, এবং ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণকারী জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

প্রায় তিন দশক ধরে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ গঠনে পিকেএসএফ যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদানের ফলে তা আরও বেগবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্পের সমাপনী

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থায়িত ৫ বছর মেয়াদি Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান ২৮ এপ্রিল ২০১৯ পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারি Mr Manfred Fernholz, এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন, শিখন ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক ও টীম লিডার ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের ৩৬টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা

ভিয়েতনামের Center for Education and Community Development (CECD)-এর নির্বাহী পরিচালক মিজ পাম থি হং-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক দল Le Ngoc Theatre বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাত দিনব্যাপী (২০-২৬ জুন ২০১৯) আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফর করে।

এই সংগঠনের যৌথ পরিবেশনায় বিগত ২৩ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ মিলনায়তনে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

তারা ভিয়েতনামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে মনোমুগ্ধকর উপাসনা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভিয়েতনামের জাতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত অভিনয় শিল্পী NSND LE NGOC নৃত্যের তালে Saint 'Fifth Brother', Saint 'Second Sister', Saint 'Hoang Muoi', Saint 'Aunt Bo', Saint ' Teeny Girl' ইত্যাদি ৫ জন সাধু/ঋষির চরিত্রে একইসঙ্গে অভিনয় করেন।

NSND LE NGOC-এর অভিনয়শৈলী উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ তহবিল

পিকেএসএফ-এর প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের বাইরে অসহায় অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ/সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়।

এই তহবিল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাকে অর্থ সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা হয়।

আগারগাঁও অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত স্থানীয় বস্তিবাসীদের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত প্রতিষ্ঠান আলোক শিক্ষালয়-এর বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের লক্ষ্যে এককালীন দুই লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

আলোক শিক্ষালয় বিগত কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে আসছে।

পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৩টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পগুলো ৩৭টি জেলার ১২৭টি উপজেলায় ৪২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে আড়াই লক্ষাধিক উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। অন্যদিকে প্রযুক্তি খাতে মোট ১৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি খাতে বাস্তবায়িত এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২০,২৭৩ জন কৃষক/উদ্যোক্তা সহায়তা পাচ্ছেন।

কর্মশালা

» ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে PACE প্রকল্পের আওতায় অগ্রসর কার্যক্রমের বার্ষিক পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ৩০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অগ্রসর কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান এবং পুষ্টিমান উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

» বিগত ১২ মে ২০১৯ তারিখে ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিরাজিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন সহযোগী সংস্থার ৫০ জন কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

» PACE প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তা/কৃষক এবং তাদের পরিবারের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পুষ্টি বিষয়ক আচরণ উন্নয়ন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯-২৭ জুন ২০১৯ সময়ে ৪টি ভেন্যুতে (উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি, বগুড়া; শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, যশোর; সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস্, সাভার; ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম) ৫টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ১৪৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নীতি সংলাপ অনুষ্ঠিত

২৩ জুন ২০১৯ তারিখে ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রণীত নীতিপত্রের ওপর একটি নীতি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, অকৃষি উদ্যোগে নিয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে পরামর্শক জনাব মোঃ আবদুর রব নীতিপত্রটি উপস্থাপন করেন। ড. মোস্তফা কে মুজেরী, নির্বাহী পরিচালক, আইএনএম এই সংলাপে মুখ্য পর্যালোচক হিসাবে নীতিপত্রটি বিশ্লেষণ এবং এটির মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করেন।

চূড়ান্ত প্রকল্প প্রণয়ন মিশন

PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের নভেম্বর হতে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) শীর্ষক ছয় বছর মেয়াদি একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর 'চূড়ান্ত প্রকল্প প্রণয়ন মিশন' কাজ করছে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট এই মিশন বিগত ১২-২৩ মে ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে ই-কমার্স সেবা আরও প্রসারিত করতে সহায়তা প্রদান করা হবে। বিগত ২৩ মে ২০১৯ তারিখে মিশন সদস্যবৃন্দ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মিশনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

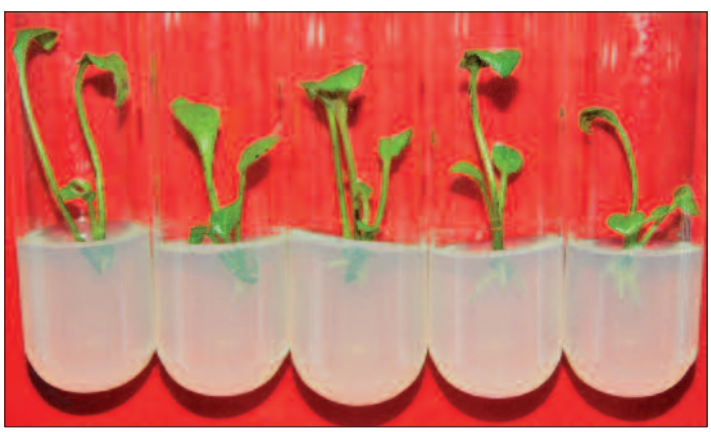

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্মসূচি বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল'-এর আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ৭২৫ জন বিশেষ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীসহ মোট ৫,৬০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ১১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানদের হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম: চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৬০৬টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে ১,৭৫,৩৪৯ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষা সহায়ক পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে এপ্রিল-জুন ২০১৯ প্রান্তিকে মোট ১৯,৪৮৭টি অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কর্মরত উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২৪–২৭ জুন ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

'উদ্যোগ নির্বাচন ও উন্নয়ন' শীর্ষক এই প্রশিক্ষণে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার ২২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান।

কার্যক্রম পরিদর্শন

ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর ৫০ জন শিক্ষার্থী সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা ২১ জুন ২০১৯ তারিখে সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই) পরিচালিত মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা: এপ্রিল-জুন ২০১৯ প্রান্তিকে উঠান বৈঠক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে ২,১১,৭৪৮ জনকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং ৭১০ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষা ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার বিস্তৃত করতে এই প্রান্তিকে ১২২টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৩৯টি খানায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোতে এপ্রিল-জুন ২০১৯ প্রান্তিকে ৩,২৭৯টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচিভুক্ত এলাকাগুলোতে ৫,২০৭টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়ি হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: এপ্রিল-জুন ২০১৯ প্রান্তিকে ৬০ জন ভিক্ষুককে উদ্যমী সদস্য হিসেবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম: এপ্রিল-জুন ২০১৯ প্রান্তিকে ১৮,২৮৯ জন যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আয়বৃদ্ধিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে এই প্রান্তিকে ৪৫ জন বেকার যুবকের চাকুরি হয়েছে ।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: বিগত ত্রৈমাসিকে ২০২টি ইউনিয়নে ওয়ার্ডভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা, দৌড় প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, গান এবং অভিভাবকদের বালিশ খেলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অতিদারিদ্র্য বিষয়ক একাডেমিক সেমিনার

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত ইউপিপি-উজ্জীবিত ও অন্যান্য প্রকল্পের শিখন বিনিময়ের জন্য ইউপিপি-উজ্জীবিত-এর আওতায় ২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে চারটি বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজিত হয়।

২৯ এপ্রিল Addressing Extreme Poverty: Nutrition Security - Learning from Ujjibito and other projects শীর্ষক প্রথম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক খালেদা ইসলাম, অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক-এর ভাইস-চেয়ারপারসন ড. আহমেদ মোস্তাক রাজা চৌধুরী।

৩০ এপ্রিল Addressing Extreme Poverty: Targeting is a key - Learning from Ujjibito and other projects শীর্ষক দিনের প্রথম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এসএম জুলফিকার আলী, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা), পিকেএসএফ।

দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে Addressing Extreme Poverty: Disability Inclusion - Learning from Ujjibito and other projects শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সিএসআইডি-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব খন্দকার জহিরুল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মো. রাশেদুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল।

দ্বিতীয় অধিবেশনে Addressing Extreme Poverty: Resilient Livelihood - Learning from Ujjibito and other projects শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. রেজাউল ইসলাম, সাবেক আন্তর্জাতিক টিমলিডার, প্রোসপার, ডিএফআইডি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী, সাবেক অধ্যাপক, ফাইন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমৃদ্ধি'র অভিঘাত মূল্যায়ন

মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পিকেএসএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি মূল্যায়নের লক্ষ্যে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো এবং বিশিষ্ট উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. মার্টিন গ্রিলির নেতৃত্বে Pathway to Sustainable Development and Human Dignity and Choice শীর্ষক এক গবেষণা পরিচালিত হয়।

গবেষণাপত্র উপস্থাপনের লক্ষ্যে ১৬ জুন ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

প্রবন্ধে ড. গ্রিলি উল্লেখ করেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা মোকাবেলায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

কর্মশালা : কৈশোর কর্মসূচি

তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের ৩.৬০ কোটির অধিক কিশোর-কিশোরীদের সুশিক্ষিত, উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ কৈশোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এটি পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত কর্মসূচি হিসেবে জুলাই ২০১৯ হতে ৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে।

বিগত ১৬ জুন ২০১৯ তারিখ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ কৈশোর কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ৬৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম অফিসার, ফোকাল পারসন ও পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে ১৬ ও ১৭ জুন ২০১৯ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সহযোগী সংস্থা সিদীপ-এর আয়োজনে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১৬ সালে শুরু হয়ে বর্তমানে ৬২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচি প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কুল/কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপ্রিল-জুন ২০১৯ সময়কালে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্তরে প্রায় ৯০০ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কর্মসূচির আওতায় মূল্যবোধ উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাষা চর্চা, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে ২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০টি এলাকায় যৌন হয়রানি রোধ ও পরিচ্ছন্ন এলাকা গড়ন বিষয়ক দিশারী কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, কর্মশালা, আলোচনা সভা, নাটিকা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ব্যানার, হ্যান্ডবিল প্রচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, মহল্লাভিত্তিক কমিটি গঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে অভিভাবক ফোরাম গঠনের মাধ্যমে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, ডাক্তার, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ এই সকল ফোরামে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৯ বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার আদমদীঘি আইপিজে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে উপজেলাভিত্তিক গণিত, আবৃত্তি, গল্পবলা, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।
- বিগত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ সহযোগী সংস্থা দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা নওগাঁ জেলার চকপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা ১৫ জুন ২০১৯ রাজবাড়ি জেলার খানখানাপুর বাজারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করেছে।
- সহযোগী সংস্থা ওসাকা ৬ মে ২০১৯ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৮ জন কিশোরীদের অংশগ্রহণে মাদক, জঙ্গিবাদ ও বাল্যবিবাহ রোধে মিনি সাইক্লিং-এর আয়োজন করে।
- পল্লী প্রগতি সমিতি বিগত ২২ মে ২০১৯ পটুয়াখালী সরকারি এতিমখানায় ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী, দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে।
- গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ভূঁইয়ারহাট এয়াকুব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে আন্তঃশ্রেণি প্রবন্ধ লেখা, গণিত, কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।
- ২৪ জুন ২০১৯ সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশী কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় মাদকবিরোধী আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। চকরিয়া উপজেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে।

» পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর উপজেলায় ধানডোবা ইউনিয়নে ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নারী-শিশু স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতন গ্রুপ প্রতিনিধিদের যৌথ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ড. সেলিনা হোসেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, সাবেক সাংসদ কবি কাজী রোজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ, বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মোহিত কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আনোয়ার হোসেন, ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

» ২৯ মে ২০১৯ পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম যশোরে সহযোগী সংস্থা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউণ্ডেশন (আরআরএফ) পরিদর্শন করেন। তিনি PACE প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'কার্প-গলদা মিশ্র চাষ' বিষয়ক ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি একটি মৎস্য সেবা ও তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। তিনি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা এবং বাংলাদেশ শ্রীম্প এন্ড ফিশ ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ) কর্তৃক BPC-DoF-BSFF ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে ই-ট্রেসেবিলিটি, বায়োসিকিউরিটি ও রোগবালাই প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২৩–২৪ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা মমতা-র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পটিয়া উপজেলার মনসারটেক এলাকায় পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত 'টার্কি প্যারেন্ট স্টক খামার ও হ্যাচারি' কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। তিনি হাটহাজারী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে পিকেএসএফ-এর 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ সম্মাননা ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও এককালীন আর্থিক সহায়তা, শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, নিঃস্ব প্রবীণের ভরণপোষণ ও আবাসন সুবিধা, উদ্যমী সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্যে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

» ১৮–২০ এপ্রিল ২০১৯ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সাতক্ষীরা জেলার দু'টি সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) পরিচালিত কার্যক্রম প্রোবায়োটিক জোন, ডেমো ফার্ম, গলদা খামার ও প্রোবোয়াটিক স্টল পরিদর্শন করেন। তিনি সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত গরুর খামার পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন এবং সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা উদ্বোধন, স্টল পরিদর্শন, আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ ও উদ্যোক্তাদের পুরস্কার ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

০৪ মে ২০১৯ জনাব মোঃ ফজলুল কাদের কুমিল্লাস্থ সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ) পরিদর্শন করেন। তিনি PACE প্রকল্পের আওতায় 'প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি' কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ১৯ মে ২০১৯ ঢাকার মিরপুরস্থ সহযোগী সংস্থা তরঙ্গ-র প্রধান কার্যালয় এবং ৩টি উৎপাদন ইউনিটের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

সংস্থাটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিবেশ বান্ধব কাঁচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদন করে।

তিনি ১৪ জুন ২০১৯ ধামরাইস্থ সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, নিরাপদ কৃষি মেলা, প্রবীণদের মাসিক পরিতোষক ভাতা প্রদান ও উপকরণাদি বিতরণ, নিরাপদ সবজি চাষ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ, সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

» ২৮-৩০ এপ্রিল ২০১৯ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ও ভালুকা উপজেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রামাউস ও আসপাডা পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা দু'টি কর্তৃক পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উদ্যমী সদস্য পুনবার্সন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, যুব ও প্রবীণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এরপর তিনি গ্রামাউস মডেল একাডেমীর আয়োজনে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

তিনি গ্রামাউস ও আসপাডা কর্তৃক আয়োজিত ঋণ কর্মসূচির কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

তিনি ১০-১১ জুন ২০১৯ শরীয়তপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গোসাইরহাট উপজেলার আলাওলপুর ইউনিয়নের মাঝের চর স্কুল ও বিভিন্ন উপজেলায় সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত নানাবিধ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি কৃষক, যুব, প্রবীণ এবং শাখা ব্যবস্থাপক সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সংস্থার আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ, কৃষি খামার এবং ছাগলের খামার পরিদর্শন করেন।

২১-২৩ জুন ২০১৯ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন গাইবান্ধা জেলায় কর্মরত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি মাঠ পর্যায়ে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় করেন।

» বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৯ ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ জনাব গোলাম তৌহিদ সেন্টার ফর ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) পরিদর্শন করেন। তিনি কুমিল্লা জেলার নিমসার শাখা আয়োজিত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক এক কৃষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে ফাউণ্ডেশনের সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব তানভীর সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি যন্ত্র উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান 'জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং' কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে একটি ভিডিও প্রদর্শন করে। সমাবেশের পর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংস্থার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ-বাংলাদেশের নিম্ন আয়ভুক্ত, পিছিয়েপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের তরুণদের সক্ষমতা উন্নয়নে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ৩২টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬টি জেলায় দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

প্রকল্পের ১ম ধাপে ১৩টি ট্রেডে ৪০০টি ব্যাচের আওতায় মোট ১০,০১১ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে মোট ৯,৮৮২ জন। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মধ্যে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে মোট ৭,৮৮৫ জন। যার শতকরা হার মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের শতকরা ৮০ ভাগ। বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৩৪ জনের।

প্রকল্পের ২য় ধাপে মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩,৩০২ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে ২,২১৩ জন এবং বর্তমানে ১০৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এদের মধ্যে ১১৯০ জন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে ১৩ জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও ১০২৩ জনের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন: বিগত ১৬ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশ-এর মিরপুর

ক্যাম্পাসে SEIP প্রকল্পের আওতায় IT Freelancing বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ

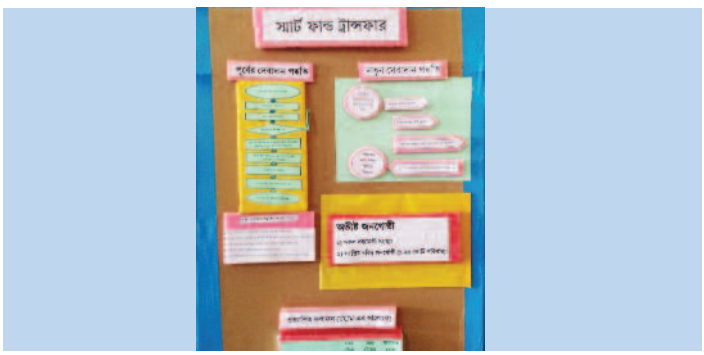

বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে পিকেএসএফ ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করেছে।

২৬-২৯ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমী এবং a2i প্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর দু'জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ এবং নির্ধারিত ছক অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে।

অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিকেএসএফ-এর ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

গ্রীন ক্লাইমেট জিসিএফ-এ EWP দাখিল

GCF-এর Accredited Entity হিসেবে পিকেএসএফ-এর অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক ডকুমেন্ট Entity Work Programme (EWP) বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জিসিএফ বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

EWP-তে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৩টি প্রকল্প প্রস্তুত ও দাখিলে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বর্তমানে Extended Community Climate Change Project- Flood (ECCCP- Flood) শীর্ষক প্রকল্পটি জিসিএফ-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক তৃতীয় বারের মত পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান রোল-আউট পর্যায়ে ৭টি সংস্থার মাধ্যমে ১২টি শহরে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থাসমূহে পিকেএসএফ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৫৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ এবং ৭.০৮ মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ৭টি সংস্থা কর্তৃক নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ১১৬২ জন সদস্যকে ৩৩৫.৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত ১–১৬ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে 'ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন' সম্পন্ন করেছে।

এছাড়া ৬–৮ মে সহযোগী সংস্থা আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের কর্মএলাকা যশোর পৌরসভায় একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। সফরে ৪টি সংস্থার আবাসন ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং মাঠ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

২৬ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে দিনব্যাপী একটি Learning Sharing

Workshop-এর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৭টি সংস্থা এবং সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় আবাসন সফ্টওয়্যার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয় এবং মাঠ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সঞ্চালনা করেন ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

আবাসন ঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত আবাসন তৈরির জন্য 'আবাসন ঋণ' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জানুয়ারি ২০১৯ হতে কর্মসূচিটি ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ৫৬টি শাখায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৫টি সংস্থাকে মোট ১৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৫টি সংস্থা ৩১৫ জন সদস্যকে নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং পুরাতন বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য সর্বমোট ৭.৪৪ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম

কৃষি জমির পরিমাণ ও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস, কৃষি মজুরি বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

পরীক্ষামূলকভাবে দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, ভোলা এবং জয়পুরহাট এই পাঁচটি জেলায় এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হবে।

সহযোগী সংস্থা গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ভোলা এবং এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো) জয়পুরহাট জেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সহযোগী সংস্থা গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী প্রধানের হাতে চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' কার্যক্রমে অর্থায়ন শুরু করেন। পিকেএসএফ-এর কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমটি কৃষিখাতে উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে ড. আহমদ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

SEP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে Sustainable Enterprise Project (SEP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। যার মাধ্যমে দেশের ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা

১৮ এপ্রিল ২০১৯ জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৪-এর সভাপতিত্বে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ উপ-প্রকল্প ধারণাপত্র মূল্যায়ন কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ সহযোগী সংস্থা প্রদত্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং বাজেট উপস্থাপন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি, সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংকের Implementation Support মিশন

বিগত ৮–২১ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের দ্বিতীয় Implementation Support মিশন অনুষ্ঠিত হয়। মিশনে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন

এসইপি প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক জমাদানকৃত বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক-পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ-এর সভাপতিত্বে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত ১৩ ও ১৫ মে ২০১৯ উক্ত কমিটির দুই দিনব্যাপী সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন।

অগ্রসর ঋণ বিতরণ

২৫ এপ্রিল ২০১৯ ফাউন্ডেশনের ১১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে সর্বমোট ৫৭.০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ সেসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিগত ৫-৭ মে ২০১৯ পিকেএসএফ জনবল শাখা কর্তৃক এসইপি প্রকল্পের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের একটি প্রাক্-ধারণামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মকর্তা ও সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট নিয়ম, নীতিমালা ও দলিলপত্রাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য বিগত ১৭–১৯ এবং ১৬-১৯ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প

আগামী ৬ বছরে (২০১৯-২০২৫) দেশব্যাপী আনুমানিক ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক প্রকল্প শুরু করেছে পিকেএসএফ। এজন্য একটি Project Implementation Unit (PIU) গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রকল্পের Chart of Accounts প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের Results Chain ও Logical Framework প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিগত ২০-২৪ মে ২০১৯ দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২৭ জুন ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে PPEPP প্রকল্পের দ্বিতীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় DFID-এর পক্ষে Dr Simone Field, টিম লিডার এবং জনাব A.B.M. Feroz Ahmed, লাইভলিহুড এ্যাডভাইজার অংশগ্রহণ

করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৮ মে ২০১৯ DFID-কার্যালয়ে প্রথম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ সারা দেশে এবং দেশের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুদক্ষ জনবলের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন বিরতিতে বিদেশেও প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা এপ্রিল–জুন ২০১৯ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৩১৪ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মূলস্রোতের আওতায় ৮টি পৃথক মডিউলের ওপর মোট ১৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রাশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
Accounting for Non Accountants	৫	৩৩	৪১	পিকেএসএফ
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫	১৬	২০	পিকেএসএফ
Software-Based Monitoring & Supervision	৪	১৪	২১	পিকেএসএফ
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪	১৮	২১	পিকেএসএফ
অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫	১৭	২১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য)	৪	৭৬	৮৬	আইএনএম
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	৪	৪৯	৬৪	আইএনএম
প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫	৩২	৪০	আইএনএম
			৩১৪ জন	

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

জনবল শাখার আয়োজনে এপ্রিল-জুন ২০১৯ সময়কালে ৫ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে বিদেশে পাঠানো হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচে উল্লেখ করা হল:

কর্মকর্তার নাম	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
জনাব মোঃ আবদুল করিম ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এপ্রিল ২১-২৩, ২০১৯, ব্রুনাই	Govt. of Bangladesh
জনাব মোঃ আবদুল করিম ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জুন ০৬-০৭, ২০১৯ টোকিও, জাপান	Asia-Pacific Rural & Agricultural Credit Association (APRACA)
জনাব ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন)	এপ্রিল ৮-১২, ২০১৯ দক্ষিণ কোরিয়া	Green Climate Fund (GCF)
ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক	এপ্রিল ২৯-মে ০৩, ২০১৯, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক	PRiME (Programme in Rural Monitoring & Evaluation)
জনাব এস.এম. নিয়াজ মাহমুদ, ভ্যালু চেইন স্পেশালিস্ট, PACE প্রকল্প	মে ১২-২১, ২০১৯ গুয়াংজু, চীন	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে এপ্রিল-জুন ২০১৯ সময়কালে পিকেএসএফ-এর মোট ১২৭ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল:

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	সময়কাল	আয়োজক
Leadership Certificate in Managerial Communication (LCMC)	১	মার্চ ১৫-এপ্রিল ২৬, ২০১৯	আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Advanced Training of Trainer (AToT)	৫	এপ্রিল ২৭-৩০, ২০১৯	BSTD
E-Filing Software এর ওপর ওরিয়েন্টেশন	৭৫	এপ্রিল ২২, ২০১৯	পিকেএসএফ
Orientation Training	২৩		পিকেএসএফ
Inclusive Employment for the person with intellectual disabilities in Bangladesh	০১	মে ২১-২৩, ২০১৯	SWID-Bangladesh
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	০২	মে ২৬-৩০, ২০১৯	বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমী
Building an Innovation Economy in Bangladesh-Innovation Management Perspective	০২	জুন ১২-১৩, ২০১৯	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন নীতিমালা	১৮	জুন ১৭-১৯, ২০১৯	পিকেএসএফ
	মোট ১২৭ জন		

শ্যামলী ভবন নির্মাণ প্রকল্প

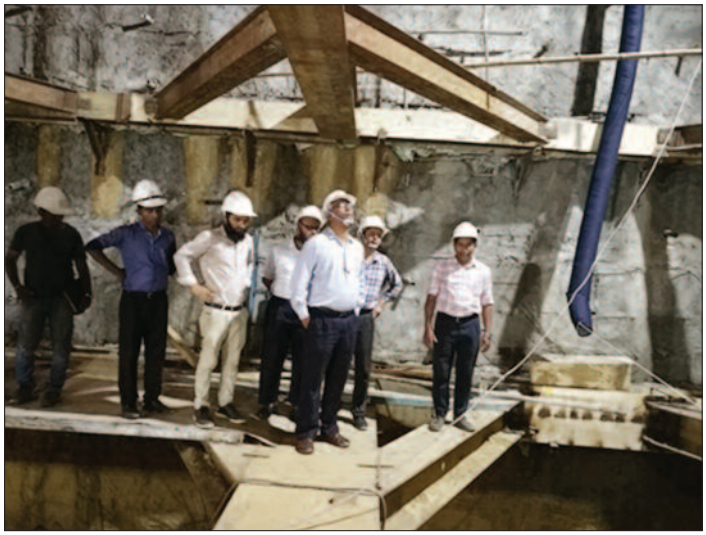

শ্যামলী ঢাকায় পিকেএসএফ-এর ৪টি বেজমেন্টসহ ১৩তলা বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণ কাজ বিগত ৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে শুরু হয়।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি-বুয়েটের নিবিড় তত্ত্বাবধানে কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ ইতোমধ্যে শোর পাইল ও মাটি খননের কাজ সমাপ্ত করেছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য বিগত ১৭ এপ্রিল, ২১ মে ও ২৭ জুন ২০১৯ তারিখে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ, বিআরটিসি-বুয়েট ও কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এর কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিয়মিত বিআরটিসি-বুয়েট এর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণসমাবেশ

পিকেএসএফ-এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট-এর উদ্যোগে বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বিগত ২০ জুন ২০১৯ সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নে, ২১ জুন এসকেএস ফাউন্ডেশন গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ইউনিয়নে এবং ২২ জুন আরডিআরএস বাংলাদেশ পঞ্চগড় জেলার দেবীডুবা ইউনিয়নে র‍্যালী ও গণসমাবেশ আয়োজন করে।

গবেষণা কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক CCCP প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত একটি গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- CCCP প্রকল্পের আওতায় এনজিওদের দ্বারা বাস্তবায়িত জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যথাযথভাবে অভিযোজনের লক্ষ্যে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগের অনুদান অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে ঝুঁকিগ্রস্ত কমিউনিটির অভিযোজনের টেকসহি সক্ষমতা নিরূপণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ ও তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ
- CCCP প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কার্যক্রমের টেকসহিতা যাচাই

নয়টি জেলার তিন ধরনের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল (বন্যা, খরা এবং লবণাক্ততা) চিহ্নিত করে ১১২৫টি খানার ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের বেইজলাইন ভিত্তি ধরে গবেষণাটিতে সহায়তাপ্রাপ্তদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় টেকসই সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কিনা তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হবে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। গবেষণাটিতে জলবায়ু পরিবর্তনে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হবে।

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৭৪৮০.১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৩৭৯৬২.২৫ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩৭ ভাগ। নিচে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিকঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২৩৮৯৬.০০	৩৪১৩.১১
জাগরণ	১৩২৮০৭.৪৯	২০৮৯২.২০
অগ্রসর	৬০৪৮০.০০	১৫৯৫২.১৫
সাহস	১০১৪.২০	১৬৪.৫০
সুফলন	৮৭০১৩.৯০	৬০৫২.৯০
কেজিএফ	৮১৪৪.০০	৯৫২.০০
সমৃদ্ধি	৫৪৮৪.৩৮	২৯১০.৬৪
এসডিএল	৩৩০.০০	১৯৫.৫০
লিফ্‌ট	১৬১৮.১৯	৮৩৪.৩৬
আবাসন	১১০.০০	১১০.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিকঋণসহ)	২৯৬০.৭৩	৩০.৭৩
মোট(মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৩২৩৮৫৮.৮৮**	**৫১৫০৮.০৮**
প্রকল্পসমূহ	০.০০	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি -২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	৩০১.০০	২৮১.৮৪
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিকঋণসহ)	**৬৭১.৩২**	**০.০০**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪১০৩.৩৭**	**৪৭৯.০৫**
সর্বমোট	**৩৩৭৯৬২.২৫**	**৫১৯৮৭.১৩**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ: সংস্থা) (২০১৮-১৯) (জুলাই '১৮-মার্চ '১৯) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (সহ: সংস্থা-সদস্য) (জুলাই '১৮-মার্চ '১৯) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৮৩৪২.২০	১৬২২১০.৯১
অগ্রসর	৬৯৩১.৮০	১৩০৮০৬.৭৩
বুনিয়াদ	১৯০৫.৫০	৭২৮৯.৪৩
সুফলন	৭৩৯০.৫০	৩৪০২৪.৫৮
সাহস	৩.০০	৫৯.৬৪
স্যানিটেশন	২০.০০	১.৬৯
কেজিএফ	১১১১.৫০	২৬৭৪.৭১
লিফট	৪২৩.৯৯	১১৩৪.৮২
সমৃদ্ধি	১০৯১.৬৫	৪১৯৩.৪৩
এসএল -এমই	০.০০	০.৫০
এলআইসিএইচএসপি	১৫০.০০	১৫৪.১৯
আবাসন	১১০.০০	১৫.৫৬
অন্যান্য	০.০০	৩৯৪১৮.৮৯
মোট	**২৭৪৮০.১৪**	**৩৮১৯৮৫.০৭**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৮–১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৮১.৯৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৩৪৪৩.০৬ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬০। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৮৭.৭৮ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.৬৬ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯২.০০ জনই মহিলা।

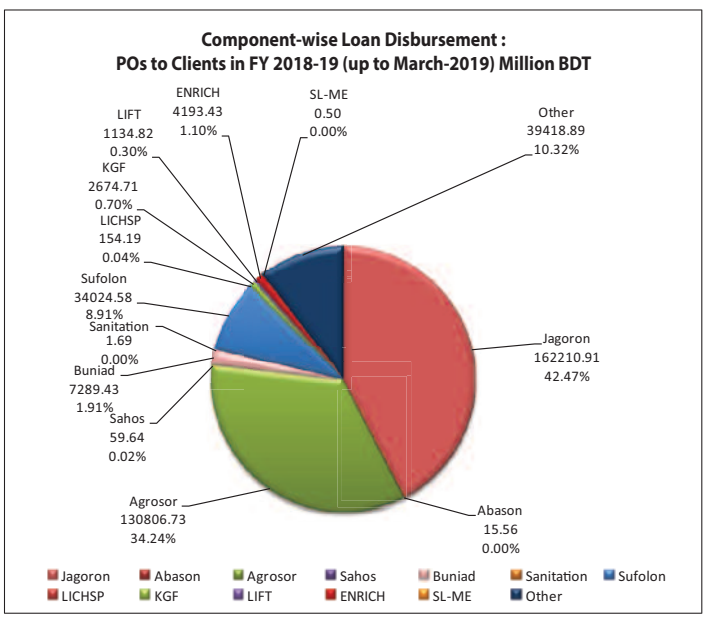

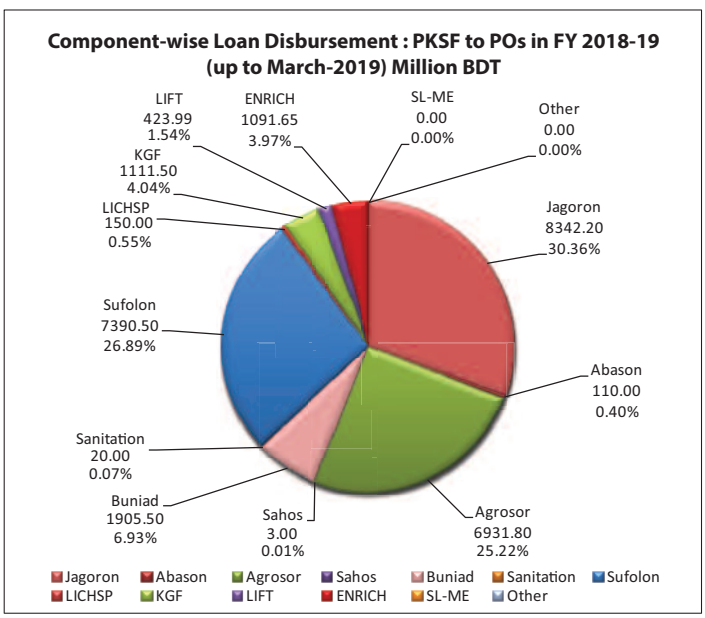

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**
সদস্য : **সুহাস শংকর চৌধুরী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে সেমিনার ও পদক প্রদান

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বিগত ১২ মে ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ও তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে সেমিনার ও 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক' প্রদান শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ সভাপতি এবং তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মালিক, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ।

মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সকলে তামাকের ক্ষতিকর দিক জানলেও তামাকের ব্যবহার কমছে না। তামাকজাত দ্রব্য থেকে সরকার বছরে ২২,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব পায়, অথচ তামাকজনিত কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে এবং এই খাতে ক্ষতির পরিমাণ ৩০,০০০ কোটি টাকা। তিনি বলেন, কৃষিজ পণ্যকে লাভজনক করতে না পারলে, আমরা তামাক চাষ থামাতে পারবো না।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, তামাক শুধু জাতীয় নয় এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তিনি বলেন, সব ধরনের তামাক সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করাই এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য। তিনি পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত "তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমূখী আয়ের উৎস" পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে কিভাবে কৃষকরা তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

বর্তমানে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা দিশা কুষ্টিয়া, ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)-এর মাধ্যমে কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় এই প্রকল্প পরিচালনা করছে।

জাতীয় অধ্যাপক আবদুল মালিক তামাকের পরিবর্তে বিকল্প ফসল চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পিকেএসএফ-কে সাধুবাদ জানান। তিনি তামাকের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

সেমিনারে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী Tobacco Free Bangladesh by 2040: PKSF's Steps শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তামাকজাত পণ্য বিক্রির জন্য সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব পায়, তামাক সেবনজনিত অসুস্থতা ও কৃষিজমির ক্ষতিসাধন হওয়ায় দেশ তার তুলনায় অধিকক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী ডা. মাহফুজুর রহমান ভুইঞাঁ প্ল্যাটফর্মের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন

অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯' প্রদান করা হয়। ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) চট্টগ্রাম বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখায় 'প্রতিষ্ঠান' শ্রেণিতে, প্রফেসর প্রাণ গোপাল দত্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ও এ্যাডভোকেসি সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনের জন্য 'ব্যক্তি' শ্রেণিতে এবং বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি Cost of Tobacco Use in Bangladesh-A Health Cost Study (জুলাই ২০১৭–মার্চ ২০১৯) শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য 'প্রকাশনা' শ্রেণিতে এই পদক লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে তরুণ গবেষক জনাব সৈয়দা সাজিয়া আফরোজ টুম্পাকে Land Degradation and Marginalization from Tobacco Cultivation in Bangladesh: A case Study of Alikadam Upazila, Bandarban শীর্ষক গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য 'বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।